সংবাদ

14 AUG 2015

অদক্ষ আমলাতন্ত্র

আড়াই বছরেও শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্তির সুবিধা দিতে পারেনি প্রশাসন

● ঈদের পর কঠোর আন্দোলনের হুমকি

রাকিব উদ্দিন

২০১০ সালে এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) করা ১ হাজার ৬২২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও সুবিধা প্রদানের কার্যক্রমকে ধ্রুমজাল সৃষ্টি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদক্ষ কর্মকর্তারা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা গত আড়াই বছরে প্রায় অর্ধশত সভা করেও বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও সুবিধা প্রদান করা হবে কী না সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। বঞ্চিতদের এমপিওভুক্তির নামে রীতিমতো তামাশা শুরু করেছে শিক্ষা প্রশাসন। এ পরিস্থিতিতে ঈদের পরই কঠোর আন্দোলনে নামছেন বঞ্চিত শিক্ষকরা।

সর্বশেষ গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (আইন ও অডিট) মো. রফিকুজ্জামানের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ বিষয়ে মাউশির সঙ্গে সভা হয়েছে। কিন্তু সভার আড়াই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আড়াই : বছরেও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফলাফল শূন্য। সভায় কোন সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানা গেছে। অথচ প্রায় ১ বছর আগে বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে থেকে এমপিও সুবিধা দেয়া যায় এমন ১ হাজার ৪৪১ জনের একটি তালিকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে মাউশির কর্মকর্তারা। এতদিনে বঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধা না দিয়ে এখন এই তালিকা কাটছাঁটের পাঁয়তারা করছে আমলারা। এ বিষয়ে এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক ফোরামের আহ্বায়ক মনজিল-এ-মিল্লাত গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, অদক্ষ আমলারা আড়াই বছর ধরে সভা করে চা-বিস্কুট খেয়ে সরকারের বিপুল অংকের টাকা অপব্যয় করেছে। অথচ বঞ্চিত শিক্ষকদের জন্য কিছুই করতে পারেননি। তিনি জানান, ঈদের পর এমপিও'র দাবিতে শিক্ষা ভবন ঘেরাও, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশনসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, আমাদের বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক আন্তরিক। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যই এই প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রেখেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সম্প্রতি ১ হাজার ৪৪১ জনের তালিকা কাটছাঁট করে ১ হাজার ২০০ জনের একটি তালিকা তৈরি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা। তারা কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের দেয়া ১ হাজার ১০১ জনের তালিকাও কাটছাঁট করেছেন। এই তালিকা থেকেও ৩০/৪০ জনের নাম বাদ পড়েছে। এ অবস্থায় মন্ত্রণালয়ের অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের কর্মকাণ্ডে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এমপিওবঞ্চিত শিক্ষক-কর্মচারীরা। এমপিওবঞ্চিত শিক্ষকদের বিষয়ে মাউশির এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে 'সংবাদ'কে বলেন, 'এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী আন্তরিক হলেও তার অধীনস্ত আমলারা আন্তরিক নয়। তারা এ বিষয়ে প্রায় অর্ধশত সভা করেও কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আবার মাউশির পক্ষ থেকে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলোকে আমলে নিচ্ছে না তারা। জানা যায়, ২০১০ সালে সারাদেশের ১ হাজার ৬২২টি শিক্ষা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে সরকার। ওই বছরের এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের (কারিগরি ছাড়া) ৬ হাজার ৬৬৬ জন শিক্ষক ও ২ হাজার ৫৫২ জন কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করা হয়। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ত্রুটি, আগে নিয়োগ ও পরে সনদ অর্জন, প্যাটার্নভুক্ত না হওয়া এবং এমপিও নীতিমালা পরিবর্তনের ফলে প্রায় ১ হাজার স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজের শারীরিক শিক্ষক, কৃষি, কম্পিউটার শিক্ষকসহ বিভিন্ন কলেজের ১ হাজার ৪৪১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওবঞ্চিত হয় ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১ হাজার ১০১ জন শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওবঞ্চিত হয়। এ বিষয়ে সরকার সমর্থক 'কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী চৌধুরী গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, এই সরকারের আমলে বেসরকারি শিক্ষকরা কিছুই পায়নি।